সংবাদ

তারিখ 08 FEB 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাবি'র শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা

সোয়া ৬শ' শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে ৩১ জন ছুটি শেষ হওয়ার পরও অনুমতি ছাড়া বিদেশে

শাহজাহান শুভ

শিক্ষক সঙ্কটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শূন্যপদ ও শিক্ষা ছুটি মিলিয়ে প্রায় সোয়া ৬শ' শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছেন। বর্তমানে মোট অনুমোদিত পদের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক দিয়ে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে. শিক্ষার মান ও শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিদেশ যাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে ৩১ জন ছুটি শেষ হওয়ার পরও অনুমতি ছাড়াই বিদেশে অবস্থান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিধি লঙ্ঘনকারী এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে বারবার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, শিগগিরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৪শ' শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। অন্যদিকে অনুমোদিত পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ২১৮টি শিক্ষকের পদ। এদের মধ্যে অস্বাভাবিক ছুটি ভোগ করছেন প্রায় ৮৬ জন শিক্ষক। আর ছুটি শেষ হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম উপেক্ষা করে বিদেশে অবস্থান করছেন, এমন শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৩১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে অনেক আগ থেকে এ সমস্যাটি চলে আসলেও তা সমাধানে অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া শূন্য পদগুলোর নিয়োগ কার্যক্রমও ঝুলে আছে অজ্ঞাত কারণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুমোদিত প্রায় ১ হাজার ৯০০টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আছেন মাত্র ১ হাজার ২৭২ জন শিক্ষক। এসব শিক্ষকের মধ্যে প্রফেসর পদে ৬১০ জন, সহযোগী অধ্যাপক পদে ২৪৯ জন, সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৪৭ জন, প্রভাষক পদে ২৬৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। নিয়মিত পদের বাইরে একটি বৃহৎসংখ্যক খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪ বছরের সমন্বিত কোর্স পদ্ধতির অনার্স চালু করার পর থেকে এ সঙ্কট আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ওই শিক্ষা বর্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগে এরিয়া কোর্স (অনার্স বিষয়ের বহির্ভূত কোর্স) ও কোর কোর্স (অনার্স বিষয়ভুক্ত কোর্স) চালু ও ১০০ নম্বরের বিষয়কে ভেঙে ৫০ নম্বরে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে একই কোর্সকে আগের দু'জনের স্থলে বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর কারণে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এছাড়া আগের ৩ বছরের অনার্সের সময়ে চালু থাকা সাবসিডিয়ারি পদ্ধতি এখন এরিয়া কোর্স হিসেবে নিজ নিজ বিভাগের আওতায় চলে আসায় প্রত্যেক বিভাগেরই নিজ নিজ বিভাগের শিক্ষক দিয়ে এগুলো পড়াতে হচ্ছে। এর ফলেও শিক্ষক স্বল্পতা দেখা দেয়। আর তখন থেকে বিভিন্ন বিভাগ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে এসব বিষয় পড়ানোর উদ্যোগ নেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে অনুমোদিত এসব খণ্ডকালীন শিক্ষকের অনেক পদও শূন্য রয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন বিভাগে এসব এরিয়া কোর্সের বিষয়গুলোর ক্লাস সেশনের ৪ মাস, ৫ মাস এমনকি ৬ মাস চলে যাওয়ার পর শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা জানিয়েছেন, শিক্ষক সঙ্কটের চেয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন পদ্ধতি না থাকায়ই শিক্ষা কার্যক্রম বেশী বিঘ্নিত হচ্ছে। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি সেমিস্টার শেষে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ক্লাসে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমতের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন করা হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমতের ৭০ ভাগ ইতিবাচক না হলে ওই শিক্ষকের চাকরি চলে যায় কিংবা জবাবদিহি করতে হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ বক্সও থাকে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনের কথা লেখেন। এ ব্যবস্থা আমাদের দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রচলিত আছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসবের বালাই নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ থাকলেও তা যেন শোনার কেউ নেই। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের ৭৫ ভাগ ক্লাসের উপস্থিতির ভিত্তিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়।

বিগত আওয়ামী লীগ আমলে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি 'একাডেমিক অডিটিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছিল। যাদের শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ বিশেষত শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বের মধ্যে ছিল। কিন্তু সেটির বর্তমানে কার্যক্রম নেই বলে জানা গেছে।

এদিকে শিক্ষা ছুটিতে প্রায় ৪শ' শিক্ষক দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তাদের মধ্যে 'অসাধারণ ছুটি'তে আছেন ৮৬ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লঙ্ঘন করে দেশের বাইরে অবস্থান করা ৩১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন বলে জানা গেছে। বাকি ২৪ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অনুমতি ছাড়াই দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ একাধিকবার এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। সর্বশেষ তাদের ২ মাসের সময় দিয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সূত্রমতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সর্বমোট ১ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। যাদের মধ্যে সাধারণ ছুটিতে আছেন ৩৯৯ জন শিক্ষক। ২০০৫-০৬ সেশনে শিক্ষা ছুটিতে থাকার শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ২৭৬ জন। এরপর চলতি সেশনে তিনটি 'স্টাডি লিভ' সভা করে যথাক্রমে ৪০, ৪০ ও ২৯ জন শিক্ষককে ছুটি দেয়া হয়েছে। যারা ডিগ্রী অর্জন, গবেষণা, শিক্ষকতা ও সভা-সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বর্তমানে ছুটিতে থাকা শিক্ষকরা হলেন কলা অনুষদের ৩২ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ৪৫ জন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৫৫ জন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৩৫ জন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ৩৫ জন, ফার্মেসি অনুষদের ১৫ জনসহ বিভিন্ন অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় ৪ শতাধিক শিক্ষক ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তাদের মধ্যে ছুটি শেষ হওয়া ৩১ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে অবৈধভাবে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বারবার তাগিদ দেয়ার পরও তারা দেশে ফিরে কাজে যোগ দিচ্ছেন না। সর্বশেষ দুই মাসের মধ্যে যোগাযোগ করতে বলে কর্তৃপক্ষ এসব শিক্ষককে চিঠি দিলেও মাত্র ৭ জন যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। অন্যদের কোন হদিস কর্তৃপক্ষ এখনো পায়নি। এসব শিক্ষক অবৈধভাবে বাইরে অবস্থান করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতাদিসহ সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। কর্তৃপক্ষ বারবার 'খুব শিগগিরই এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে' এ ধরনের বক্তব্য দিলেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না।

এমনকি এসব শিক্ষক সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তবে ভিসি বলেছেন, এ ব্যাপারে বিধিনিষেধের আরোপের কোন কারণ নেই। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় এসব শিক্ষক পার পেয়ে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের কতিপয় কর্মকর্তা বলছেন, লিখে কোন লাভ নেই, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে যেতে পারেন। কারো সমস্যা বা প্রয়োজনের কারণে কর্তৃপক্ষ এ ছুটি বাড়াতেও পারেন। কিন্তু 'অনুমোদনহীন'ভাবে যারা বিদেশে রয়ে গেছেন তাদের শেষবারের মতো সতর্ক করে চিঠি দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক ফিরে এসে কর্মস্থলে যোগও দিয়েছেন। বাকিদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। বিধি লঙ্ঘন করে বাইরে থাকা শিক্ষকদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ৩ মাসের মধ্যে ফিরে না এলে এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।